কৃষিমন্ত্রক

২০১৭-র খারিফ মরশুমের প্রচার সম্পর্কে জাতীয় সম্মেলনের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী
কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী রাধামোহন সিংহ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক কল্যাণ তহবিলে সর্বাধিক অঙ্কের বরাদ্দ মঞ্জুর করে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের প্রমাণ রেখেছে

Posted On: 27 APR 2017 12:56PM by PIB Kolkata

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী রাধামোহন সিংহ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক কল্যাণ তহবিলে সর্বাধিক অঙ্কের বরাদ্দ মঞ্জুর করে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের প্রমাণ রেখেছে। সরকার কৃষি উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা,দুগ্ধ, প্রাণীপালন ও মৎস্য পালনের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কৃষিজ শিক্ষা, গবেষণাও সম্প্রসারণের সংস্থার মাধ্যমে কাজ এগিয়ে চলেছে। ২০১৭-র খারিফ মরশুমে কৃষি সংক্রান্ত প্রচারের লক্ষ্যে দু'দিন ব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করে মঙ্গলবারশ্রী সিংহ এই কথাগুলি বলেন। তিনি ছাড়াও কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ সংক্রান্ত দুই প্রতিমন্ত্রী শ্রী পুরুষোত্তম রূপালা এবং শ্রী সুদর্শন ভগৎ এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন। বরিষ্ঠ সরকারি আধিকারিকরাও এই সম্মেলনে ছিলেন। এতে বিগত বছরে চাষাবাদের পর্যালোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যতের কৃষি পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করা হয়। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ২০২২-এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার ওপর জোর দিয়েছেন বলেও জানান।

তিনি এই প্রসঙ্গে সরকারের কৃষি বিকাশমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি সার্বিক সাফল্যের জন্য সনিষ্ঠ উদ্যোগের আহ্বান জানান। সরকার কৃষি সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রকল্প ও কর্মসূচিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। সবার সমবেত উদ্যোগের আহ্বান জানিয়ে শ্রী সিংহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে আগামীর অগ্রিম পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করেন। তিনি কৃষকরা ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে চলেছেন বলেও জানান।

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন (এন এফ এস এম), জাতীয় উদ্যানচর্চা মিশন (এন এইচ এম),রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আর কে ভি ওয়াই) ও প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর (ডি বিটি) এর মাধ্যমে সার্বিক সুবিধের আওতায় প্রাথমিকভাবে ১৯টি রাজ্যের ৪৮২টি জেলাকে রূপায়নের জন্য বেছে নেওয়া হলেও এন ডি এ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ২৯টি রাজ্যের৬৩৮টি জেলাকে নানাভাবে আওতাভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এর বাইরে ২.৭০লক্ষ হেক্টর জমিকে জৈবচাষের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। সার্বিক কৃষি বিকাশের লক্ষ্যে দ্বাদশ পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া কৃষি উৎপাদনে সমর্থনমূল্য যোগান দিতে এফ সি আই, সি সি এল, জে সি এল, এনএ এফ ই ডি, এস এফ এ সি-র মতো সংস্থাকে কাজে লাগানো হয়েছে বলেও কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বিশেষভাবে খারিফ মরশুমের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে ও আলাদাভাবে পরিকল্পনা করার আহ্বান জানান। বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীদের সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সময়ের মধ্যে শেষ করে কৃষকদের যথাসময়ে চাষাবাদ শুরুর ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের নিশ্চয়তায় নজর দিতেও অনুরোধ জানান কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী সিংহ।

(Release ID: 1488747) Visitor Counter : 4

Background release reference

সরকার কৃষি উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা,দুগ্ধ, প্রাণীপালন ও মৎস্য পালনের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কৃষিজ শিক্ষা, গবেষণাও সম্প্রসারণের সংস্থার মাধ্যমে কাজ এগিয়ে চলেছে